৭৬ ৭৫

দৈনিক বাংলা

তারিখ: 2 1 SEP 1995
পৃষ্ঠা: ৯ কলাম: ৪

লালমনিরহাটে সাক্ষরতা

সৈয়দ আলী হোসেন মিলন

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন মুখর লালমনিরহাট জেলা এখন সফলতার দ্বারপ্রান্তে। চলতি মাসের শেষ দিকে একসাথে সাড়ে ৬শ কেন্দ্রের সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে নব্য সাক্ষরদের। পরীক্ষা দেবে সারা জেলার ২ লাখ ২৩ হাজার ৫শ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশী মহিলা। জেলার ৪২টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভার ৭ হাজার ২'শ ৩৭টি গণশিক্ষা কেন্দ্রের নব্য সাক্ষর নারী-পুরুষ শিক্ষার্থীদের মান নিরূপণ ও মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার এ আয়োজন করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে। এর মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক সংস্থা, এনজিওর প্রতিনিধি, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক প্রমুখ।

শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সফলতার উপর স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/শিক্ষিকা-দের নগদ অর্থের পুরস্কার প্রাপ্তি নির্ভর করছে। শিক্ষার্থীদের বয়স ১১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। এরা ছিল শিক্ষার আলোবঞ্চিত মানুষ। এখন তারা নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত। নাম লিখতে পারে। হিসাব নিকাশ করতে পারে। সচেতন মানুষ হিসাবে নিজেদের মাঝে উপলব্ধি জেগেছে। নিজেদের কাজ-কর্ম, নিজের শরীর ও সন্তানদের যত্ন নিতে পারে। ইতিপূর্বে দু'টি পর্যায়ে আরো প্রায় ৪৪ হাজার (২৪.৫০+১৯.৫০) নিরক্ষর নারী পুরুষকে একইভাবে সাক্ষর করা হয়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বর্ষা, বন্যা নানা কারণে কিছুটা বিলম্বিত হলেও জেলাকে সম্পূর্ণ নিরক্ষরমুক্ত ঘোষণার কাজ এখন প্রায় শেষের পথে। এলাকার ব্যবসায়ীরা গণশিক্ষা কেন্দ্রে পড়ার সময় কর্মচারীদের ছুটি ও দোকানপাট বন্ধ রেখে নজিরবিহীন সহযোগিতা করছেন।

এডিবি প্রতিনিধি ফ্রেডি মুক্তার মহিলা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অগ্রগতি দেখছেন

ছবি ঃ দৈনিক বাংলা

লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি (লাগস) নিরক্ষর নারী পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করে সাক্ষর করার গুরুভার বহন করে চলেছে। এরমধ্যে রয়েছেন জেলা প্রশাসক (সমিতির সভাপতি) থেকে শুরু করে সর্বস্তরের সরকারী বেসরকারী কর্মকর্তা, শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, সমাজসেবী, মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক, পুলিশ, আনসার, ভিডিপি সকলে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এসেছিলেন লালমনিরহাট জেলার সাক্ষরতা আন্দোলন দেখতে। গত ৩ থেকে ৪ জুন ছিল তাঁর সফরকাল। প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হিসাবে ছিলেন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিঞা, শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমিরউদ্দিন সরকার, শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী মীর শওকত (বীর বিক্রম), পরিবেশ ও বনমন্ত্রী আকবর হোসেন, মহিলা এমপি রওশন আরা এলাহি, রেবেকা মাহমুদ, শাহেদা সরকারসহ প্রাথমিক ও গণশিক্ষার সচিব কাজী রকিব উদ্দীন আহমদ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের পরিচালক খন্দকার শহিদুল ইসলাম প্রমুখ। লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক কাজী ফরিদ আহাম্মদ সার্বিক সমন্বয় করেন।

প্রধানমন্ত্রী প্রচন্ড ভ্যাপসা গরম ও পোকার উৎপাত উপেক্ষা করে (৩ জুন সন্ধ্যায়) প্রায় ২ ঘন্টা ধরে গ্রামের বেশ ক'টি পৃথক পৃথক নারী পুরুষ গণশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার অগ্রগতি দেখেন। কেন্দ্রে হারিকেনের আলোতে চটে বসে 'চেতনা' নামের বই পড়ে সচেতন হতে দেখে অভিভূত হন। শাশুড়ির সঙ্গে বউ, মায়ের সঙ্গে মেয়ে, দাদীর সঙ্গে নাতনী, বাবার সঙ্গে ছেলে, দাদার সঙ্গে নাতীকে আগ্রহভরে শ্লেটে চক দিয়ে লিখতে দেখেন। এরা ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়বে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ৪ জুন বেলা ১২টায় স্থানীয় কালেক্টরেট মাঠে প্রধানমন্ত্রী বেগম

(১১-এর পৃঃ দ্রঃ)

অঃ পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ: 2 4 SEP 1995
পৃষ্ঠা: ৯ কলাম: ৪

(৯-এর পৃঃ পর)

লালমনিরহাটে সাক্ষরতা

জিয়া এক বিশাল গণশিক্ষা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতি আয়োজিত সমাবেশে সারা জেলা থেকে প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে হাজার হাজার কেন্দ্র শিক্ষক-শিক্ষিকা, কেন্দ্র সভাপতি, ব্লক সুপারভাইজার, ব্লক সভাপতি, ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেন। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি- বর্গ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা, কর্মকর্তা, কর্মচারী, এনজিও প্রতিনিধিসহ গণশিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তিবর্গের যোগদানে সমাবেশ এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

বেগম খালেদা জিয়া এ সমাবেশে বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে লালমনিরহাট জেলার সকল স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করে গোটা জাতির সামনে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এরপর ৬ জুন গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জের বিশাল জনসভাসহ কয়েকটি স্থানে প্রধানমন্ত্রী উদ্ধৃতি দিয়ে লালমনিরহাটের গণশিক্ষা অনুসরণীয় বলে উল্লেখ করেন। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান লালমনিরহাটের গণশিক্ষা প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন।

১৪ জুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ও প্রাক্তন ভিসি ডঃ কাজী সালেহ আহমেদ দু'দিনের সফরে এসে জেলার গণশিক্ষা দেখে গেছেন। লালমনিরহাট জেলায় চলমান গণশিক্ষা কার্যক্রমের বাহ্যিক মূল্যায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত হয়ে এটি ছিল তাঁর প্রথম পরিদর্শন সফর।

এর আগে ও পরে আন্তর্জাতিক দেশী-বিদেশী বিভিন্ন দাতা সংস্থা, দূতাবাসের কর্মকর্তা, ও এনজিও প্রতিনিধিদের লালমনিরহাট জেলার গণশিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনে আসা অব্যাহত রয়েছে।

কিশোর-কিশোরী, মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচীর আওতায় জেলায় সাড়ে ৩ হাজার শিক্ষাকেন্দ্র খোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কেন্দ্রগুলিতে ১১ থেকে ১৬ বছর বয়সের প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার শিক্ষার্থীর ২ বছর লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। নব্য সাক্ষরদের জন্য সারা জেলায় ৫'শ ৪৫টি গ্রামশিক্ষা মিলন কেন্দ্র ও পাঠাগার চালুর কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ৪'শটি কেন্দ্রের সরকারী অনুমোদন পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ১'শ ৪৫টি কেন্দ্রের জন্য খুব শীগগিরই অনুমোদন পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৪ জুন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে আশ্বাসের প্রেক্ষিতে নব্য সাক্ষরদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য সমিতির (লাগস) মাধ্যমে পেশকৃত একটি আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে বলে জানা গেছে। এ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্ভব হলে লালমনিরহাট গণশিক্ষা সমিতির (লাগস) মাধ্যমে তদারকি ঋণদান কর্মসূচীর আওতায় জেলার গণশিক্ষাত্তর নব্য সাক্ষর ২ লাখ ৬৮ হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। একই সাথে নিরক্ষরদের স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক/ শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। সরকারের দেয়া অর্থ পুঁজি হিসাবে ঠিক রেখে সমিতি এলাকায় বিভিন্নমুখী উৎপাদন ও উন্নয়নের কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে। একই সাথে সমিতি (লাগস) শিক্ষার আন্দোলন চালিয়ে যেতে সক্ষম হবেন। সেটা উত্তর জনপদের অভাব/দারিদ্র্যপীড়িত জেলায় এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা বলে পর্যবেক্ষক মহল অভিমত প্রকাশ করেছেন।